STOP ATROCITIES ON MINORITIES

পরিষদ বার্তা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

মে ২০১৯
নবপর্যায় ৭৩
মূল্য ১০ টাকা

সংখ্যালঘুদের উপর হামলা নির্যাতনের প্রতিবাদে দেশব্যাপী সমাবেশ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশ ও চট্টগ্রামে বিক্ষোভ মিছিল — পরিষদ বার্তা

সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে সারাদেশে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর ক্রমবর্ধমান হামলা, হত্যা, জায়গাজমি দখল, ধর্মান্তরকরণ, মঠ-মন্দিরে বিগ্রহ ভাঙচুর এবং সামাজিক গণমাধ্যমে ধর্মীয় উস্কানি দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ন করার প্রতিবাদে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ডাকে গত ২৫ মে শনিবার সারা দেশে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহের জাতীয় সমন্বয় কমিটিভুক্ত সংগঠনগুলো এর সাথে সংহতি জ্ঞাপন করে। রাজধানী ঢাকায় কর্মসূচি পালিত হয় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে। সমাবেশ শেষে দাবি-দাওয়াসম্বলিত বিভিন্ন সংগঠন ফেস্টুন, ব্যানার সহকারে বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করে। মিছিলটি প্রেস ক্লাব থেকে মৎস্যভবন পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়।

সমাবেশে সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দ পঞ্চগড় কারাগারে আটকাবস্থায় এ্যাডভোকেট পলাশ রায়কে হত্যা, নারীনেত্রী প্রিয়া সাহার পৈতৃক বাড়ি অগ্নিসংযোগে ধ্বংসের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তাঁরা সংখ্যালঘু নির্যাতন-নিপীড়নের ক্রমবৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে এর অবসানে রাজনৈতিক ইশতেহার প্রদত্ত জিরো টলারেন্সের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্যে সরকারের কাছে জোর দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ তিন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী সুলতানা কামাল, শাহরিয়ার কবীর ও মুনতাসীর মামুনকে হত্যার হুমকিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যারা ধর্মীয় বক্তব্যের আড়ালে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্নের, দেশের বিশিষ্টজনদের নাম ধরে নানান মিথ্যাচার ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য রেখে প্রতিনিয়ত হত্যার হুমকি দেয় বস্তুতঃ তারা-ই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী ও জঙ্গীদের মদদদাতা ও পৃষ্ঠপোষক। এদেরকে আইনের শাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে চিহ্নিত করে তথ্য প্রযুক্তি আইন ও বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেপ্তার করে বিচারে শাস্তি নিশ্চিতের দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ সাংবাদিক প্রবীর সিকদার ও তাঁর পরিবারকে হত্যার, নিগৃহণের ও দেশছাড়া করার চক্রান্তে লিপ্ত ব্যক্তিরা কেন, কোন উদ্দেশ্যে এ জঘন্য অপতৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে তা খুঁজে বের করার জন্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের প্রতি আহ্বান জানান। তাঁরা পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্থিরতা নিরসনেও সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

সমন্বয় কমিটিভুক্ত সংখ্যালঘু মোর্চায় রয়েছে ২৩ টি সংগঠন বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ, বাংলাদেশ খ্রিস্টান এ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি, বাংলাদেশ বুদ্ধিষ্ট ফেডারেশন, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি (জাতীয় কমিটি), জগন্নাথ হল এ্যালামনাই এ্যাসোসিয়েশন হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনোরিটি, বাংলাদেশ ঋষি পঞ্চায়েত ফোরাম, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ, শ্রীশ্রী ভোলানন্দগিরি আশ্রম ট্রাস্ট, বাংলাদেশ পৃষ্ঠা ৩

ঐক্য পরিষদের সংবাদ সম্মেলন

সাম্প্রদায়িক হামলা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গেছে

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর ক্রমবর্ধমান হামলা, হত্যা, জায়গাজমি দখল, ধর্মান্তরকরণ, মঠ-মন্দিরে বিগ্রহ ভাঙচুর এবং সামাজিক গণমাধ্যমে ধর্মীয় উস্কানি দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ন করার প্রতিবাদে ২৫ মে সারাদেশে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করে। গত ১৯শে সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতন-নিপীড়নের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে এই কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। জানানো হয়, রাজধানীতে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হবে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কাজল দেবনাথ, বাসুদেব ধর, নির্মল রোজারিও, মিলন কান্তি দত্ত, ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয় উপস্থিত ছিলেন। **[লিখিত বক্তব্য চতুর্থ পৃষ্ঠায়]**

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, নির্বাচনের পর গত চারমাসে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গেছে। এই চার মাসে ২৩ জন নিহত হয়েছেন, হত্যার চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে ১০টি, হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে ১৭ জনকে, শারীরিকভাবে আক্রান্ত হয়েছেন ১৮৮জন, ৩১ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বাড়িঘরে হামলা ও লুটপাট পৃষ্ঠা ২

ঐক্য পরিষদের বর্ধিত সভায়

সংখ্যালঘু নির্যাতন নিপীড়ন বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের বর্ধিত সভায় নির্বাচনোত্তর গত চার মাস ধরে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন ব্যাপকহারে বেড়ে যাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সভায় এ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, সরকারি দলের নাম ভাঙিয়ে এক শ্রেণির নেতা ও কর্মী পুনরায় এসব অপকাণ্ডে লিপ্ত থেকে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। অনতিবিলম্বে এদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে সরকারি দল ও আইন শৃংখলা কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবি পৃষ্ঠা ২

ঐক্য পরিষদের বর্ধিত সভায় বক্তব্য রাখছেন সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত — পরিষদবার্তা

বর্ধিত সভার একাংশ পরিষদ বার্তা

বর্ধিত সভার কার্যবিবরণী

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভা গত ১০ মে, ২০১৯ ঢাকার শহীদ তাজুল মিলনায়তনে সংগঠনের সভাপতিমন্ডলীর অন্যতম সদস্য ড. নিমচন্দ্র ভৌমিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এই সভা চলে। সভার শুরুতে প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী সুবীর নন্দী, মুক্তিযোদ্ধা সরকারী কর্মকর্তা রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, সংগঠনের নোয়াখালী জেলা শাখার সভাপতি এ্যাড. সুধীর চন্দ্র সাহা, ময়মনসিংহ জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্বপন সরকার, চট্টগ্রামের নেতা আবৃত্তি শিল্পী রঞ্জিত রক্ষিত ও পঞ্চানন চৌধুরী, সাংবাদিক স্বপন মহাজনের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন এ্যাড. দিপংকর ঘোষ। এছাড়া পঞ্চগড়ের কারাগারে মিথ্যা মামলায় আটক থাকাবস্থায় এ্যাড. পলাশ কুমার রায়ের গায়ে আগুন দিয়ে হত্যার প্রতিবাদসম্বলিত প্রস্তাবও উত্থাপন করেন তিনি। অতপর মৃত্যুবরণকারী সবার স্মরণে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করা হয়। এরপর মনীন্দ্র কুমার নাথ গত ৯ নভেম্বর ২০১৮ ইং তারিখের বর্ধিত সভার কার্যবিবরণী সভায় পেশ করেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশ নেন- নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, এ্যাড. তাপস কুমার পাল, প্রিয়তোষ শর্মা চন্দন (কক্সবাজার), দীপক কুমার রায় (ঠাকুরগাঁও), দিলিপ কুমার নাগ (ব্রাহ্মণষবাড়ীয়া), অহিভুষণ চক্রবর্ত্তী (নরসিংদী), ব্যারিস্টার তাপস বল (যুব ঐক্য পরিষদ), এ্যাড. প্রদীপ কুমার চৌধুরী (চট্টগ্রাম দক্ষিণ), দীপ নারায়ন চৌধুরী (চট্টগ্রাম মহানগর), ড. শিব প্রসাদ শর্মা (রাঙ্গামাটি), অধ্যাপক ড. শ্যামল দাশ (খুলনা), প্রদীপ কুমার দেব (সিলেট), রমেন বণিক (জামালপুর), নির্মল রোজারিও, জগদীশ প্রামাণিক (টাঙ্গাইল), গোপাল চন্দ্র সাহা(খুলনা মহানগর), শুকদেব নাথ তপন(ফেনী),পবিত্র রঞ্জন রায় (ময়মনসিংহ মহানগর), প্রদীপ কুমার দাস (নারায়নগঞ্জ), রবিন বসু, লিটন চন্দ্র পাল (নারায়নগঞ্জ মহানগর), অমিত কুমার ঘোষ (রাজশাহী জেলা), শ্যামল কুমার ঘোষ (রাজশাহী মহানগর), মঞ্জু ধর, মিলন কান্তি দত্ত, কাজল দেবনাথ, জোসেফ সুধীন মন্ডল (যশোহর), শংকর চৌধুরী (চাঁদপুর), অরবিন্দ ভৌমিক, নারায়ণ সাহা অপু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ আলোচনায় অংশ নেন। অতঃপর বাসুদেব ধর প্রস্তাবাবলী উত্থাপন করেন। সভা পরিচালনা করেন এ্যাড. কিশোর রঞ্জন মন্ডল ও পদ্মাবতী দেবী।

সভায় বিস্তারিত আলোচনা ক্রমে নিম্নোক্ত প্রস্তাবাবলী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ঃ

১. এই সভা বিগত ৮ নভেম্বর ২০১৮ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সংগঠনের বর্ধিত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করছে।

২. এই বর্ধিত সভা পঞ্চগড় কারাগারে মিথ্যা মামলায় আটক থাকাবস্থায় এ্যাডভোকেট পলাশ কুমারের কারাভ্যন্তরে গায়ে আগুন দিয়ে হত্যার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। সভা মনে করে, এহেন নৃশংসতা মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লংঘন। পলাশ হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে সভা দায়ীদের চিহ্নিত করে তাদের বিচারের আওতায় আনার জোর দাবি জানাচ্ছে।

৩. এই বর্ধিত সভা নির্বাচনোত্তর বিগত কয়েক মাসের সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ক্রমবর্ধমানে গভীর উদ্বেগ ও শংকা ব্যক্ত করছে। সভায় এ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, সরকারি দলের নাম ভাঙিয়ে এক শ্রেণির নেতা ও কর্মী পুনরায় এসব অপকান্ডে লিপ্ত থেকে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্নের অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। অনতিবিলম্বে এদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে সরকারি দল ও আইন শৃংখলা কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবি জানিয়ে বলা হয়েছে, এহেন নির্যাতন-নিপীড়ন বন্ধ করা না গেলে সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব অধিকতর হুমকির মুখে পড়বে।

৪. সভা পঞ্চগড় কারাগারে আটকাবস্থায় এ্যাডভোকেট পলাশ কান্তি রায়কে অগ্নিসংযোগে হত্যা, সাংবাদিক প্রবীর সিকদারের খোঁজে দুর্বৃত্তদের তাঁর ফরিদপুরের বাসভবনে হামলা, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রিয়া সাহার পৈতৃক বাসভবন অগ্নিসংযোগে ধ্বংস এবং অস্বাভাবিক হারে ধর্মান্তরকরণের প্রতিবাদে ২৫ মে ২০১৯ সকাল ১০ টায় ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের অপরাপর সংগঠনকে সমন্বিত করে সারা দেশব্যাপী প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি গ্রহণ করছে।

পৃষ্ঠা ৫

সংখ্যালঘু নির্যাতন নিপীড়ন বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জানিয়ে বলা হয়েছে, এহেন নির্যাতন-নিপীড়ন বন্ধ করা না গেলে সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব অধিকতর হুমকির মুখে পড়বে। এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে ধর্মীয়-জাতিগত সকল সংখ্যালঘু সংগঠনকে জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে সমন্বিত করে ২৫ মে শনিবার সকাল ১০টায় সারাদেশে প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দেয়া হয়েছে।

১০ মে শুক্রবার মণি-সিংহ ফরহাদ ট্রাস্ট ভবনের শহীদ তাজুল মিলনায়তনে প্রায় ৪ ঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠিত এ সভায় আগামি ২০২০ সালের ১১ ও ১২ ডিসেম্বর ঐক্য পরিষদের একাদশ জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক। সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত কর্তৃক উত্থাপিত প্রতিবেদনের ওপরে প্রায় ৬৪টি সাংগঠনিক জেলার নেতৃবৃন্দসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদনে বলা হয়, 'নির্বাচনোত্তর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভাঙাগড়ার এ পর্যায়ে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের উপর হামলা, নির্যাতন, জায়গা-জমি দখল, মন্দির ও উপাসনালয়ে বিগ্রহ ভাংচুর সারা দেশে আবার বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। পঞ্চগড় জেলে আটকাবস্থায় আইনজীবী পলাশ কুমার রায়ের শরীর আগুনে ঝলসে দিয়ে তাকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। সংগঠনের অন্যতম সাংগঠনিক সম্পাদক প্রিয়া সাহার পৈতৃক বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। গত ৭ মে সাংবাদিক প্রবীর সিকদারের সন্ধানে তাঁর ফরিদপুরের বাড়িতে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। ধর্মান্তরকরণের মাত্রা বেড়েছে বেশ কয়েকগুণ। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে সাংগঠনিক কমিটিসহ ভুক্তভোগীদের রাজনৈতিক দলের পরিচয়ে যারা সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ড চালিয়েছে বা চালাচ্ছে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রেরণের জন্যে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সভায় দেশের তিন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও মানবাধিকারকর্মী এ্যাড. সুলতানা কামাল, শাহরিয়ার কবীর ও অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের প্রাণনাশে জঙ্গীবাদের হুমকির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে এসব হুমকিদাতা ও তাদের মদদদাতাদের চিহ্নিত করে অনতিবিলম্বে তাদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়েছে।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বলা হয়, বিভিন্ন সামাজিক গণমাধ্যমে সাম্প্রদায়িক মহলবিশেষ তীব্র ধর্মীয় বিদ্বেষপূর্ণ উক্তি এমনকি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের 'বিধর্মী' উল্লেখে তাদের হত্যা করারও অব্যাহত প্রচার-প্ররোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। সভা তা অনতিবিলম্বে বন্ধ করে সাম্প্রদায়িক শক্তির মদদদাতাদের তথ্য প্রযুক্তি আইন বা বিশেষ ক্ষমতা আইনের আওতায় এনে তাদের বিচার কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজিত অস্থির পরিস্থিতিতে সভায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয় যে, এহেন অস্থির পরিস্থিতি তৈরি করে এবং তাকে এগিয়ে নিয়ে মহলবিশেষ পার্বত্যবাসীর মূল ধারাকে নিঃশেষ করার এবং শান্তি প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার দুরভিসন্ধিমূলক পাঁয়তারা চালাচ্ছে। এ পরিস্থিতির আশু অবসানে সরকারকে দৃঢ় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

সভায় অন্যানোর মধ্যে বক্তব্য রাখেন কাজল দেবনাথ, নির্মল রোজারিও, মঞ্জু ধর, মিলন কান্তি দত্ত, বাসুদেব ধর, জে.এল. ভৌমিক, মনীন্দ্র কুমার নাথ, এ্যাড. তাপস কুমার পাল, নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, এ্যাড. কিশোর মণ্ডল, পদ্মাবতী দেবী, এ্যাড. দিপংকর ঘোষ, অধ্যাপক অরুণ গোস্বামী, রাহুল বড়ুয়া, ব্যারিস্টার তাপস কুমার বল প্রমুখ।

সাম্প্রদায়িক হামলা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গেছে

প্রথম পাতার পর

হয়েছে, বাড়িঘর ও জায়গাজমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছেন ১৬২ জন, জবরদখলের চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে ৩৮টি, দেশত্যাগের হুমকি দেওয়া হয়েছে ১৭ জনকে, ২৯টি মঠ-মন্দিরে হামলা চালানো হয়েছে, ৯টি মন্দিরে লুটপাট চালানো হয়েছে, ৪৩টি বিগ্রহ ভাঙচুর করা হয়েছে, ধর্ষণ ও গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ১২টি, যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটেছে ১০টি, ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানির পর আত্মহত্যা করেছেন ৩ জন, অপহৃত হয়েছেন ৬ জন। এই চার মাসে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে ১০৪ জনকে। এই সময়ে জোর করে গরুর মাংস খাওয়ানো হয়েছে একজনকে, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার ঘটনা ঘটেছে ৫টি।

ঐক্য পরিষদের বক্তব্যে ২০০৮ সালে তদারকি সরকারের আমলে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ৮০৬টি ঘটনা ঘটেছিল উল্লেখ করে বলা হয়েছে, সেই তুলনায় চলতি বছরে প্রথম চারমাসে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে ২৫০টি। এ্যাডভোকেট দাশগুপ্ত বলেন, নির্বাচনের পর গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ঐক্য পরিষদের সাংবাদিক সম্মেলনে ২০১৮ সালের সাম্প্রদায়িক ঘটনার চালচিত্র তুলে ধরে বলা হয়েছিল, পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। ২০১৬ সালে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছিল ১৪৭১টি, ২০১৭ সালে তা নেমে আসে ১০০৪-এ। ২০১৮ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৮০৬। নির্বাচনের পরে হঠাৎ করে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি সংখ্যালঘুদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

ঐক্য পরিষদ বলেছে, এই সময়ে পঞ্চগড় কারাগারে মিথ্যা মামলায় আটক রেখে এ্যাড. পলাশ কুমার রায়কে গায়ে আগুন দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকায় কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলি ও মুহম্মদ কামারুজ্জামানকে গুলি করে হত্যার পর কারাগারে হত্যার ঘটনা দ্বিতীয় বার ঘটলো। ফরিদপুরের সাংবাদিক প্রবীর সিকদার একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর পিতা, দুই কাকা, এক মামা ও বৃদ্ধ দাদুকে হারিয়েছিলেন, পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা এই হত্যাকান্ড চালিয়েছিল। ২০০১ সালে সংবাদপত্রে 'সেই রাজাকার' শিরোনামে তথ্যসমৃদ্ধ ধারাবাহিক প্রতিবেদন লেখায় প্রবীর সিকদারের ওপর বিএনপি-জামায়াতের নির্দেশে হামলা চালানো হয়, যার ফলে তিনি বাঁ পা হারান। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলেও লেখালেখির কারণে তিনি হামলা ও হুমকির সন্মুখিন হচ্ছেন। প্রবীর সিকদারের পরিবার পরিজনকে হুমকির মুখে ফরিদপুর ত্যাগ করতে হয়েছে।

ঐক্য পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজিত অস্থির পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বলা হয়েছে, গত জানুয়ারি থেকে মার্চ এই তিন মাসে সংঘর্ষের ঘটনায় ৬ জন প্রাণ হারিয়েছে। শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে ও পার্বত্য ভূমিবিরোধ নিরসনে ধীরগতির কারণে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ঐক্য পরিষদ লিখিত বক্তব্যে আরও বলেছে, বিভিন্ন সামাজিক গণমাধ্যমে সাম্প্রদায়িক মহলবিশেষ তীব্র ধর্মীয় বিদ্বেষপূর্ণ সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রচার করছে। এসব বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তারা শুধু ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্ম সম্পর্কে অহেতুক কটুক্তি, মিথ্যা ও কুরুচপূর্ণ প্রচারণাই চালাচ্ছে না, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বিধর্মী ও কাফের আখ্যা দিয়ে তাদের দেশছাড়ার হুমকি দিচ্ছে। ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়া একাত্তর সালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ঐক্য পরিষদের আশঙ্কা, একাত্তরের মতো পরিস্থিতি তৈরি করার ষড়যন্ত্র চলছে।

সারাদেশে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল

নারায়ণগঞ্জে বিক্ষোভ মিছিল

ময়মনসিংহে বিক্ষোভ মিছিল

লালমনিরহাটে সমাবেশ ও মানববন্ধন

কুমিল্লায় বিক্ষোভ মিছিল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হিন্দু লীগ, বাংলাদেশ মাইনোরিটিজ সংগ্রাম পরিষদ, স্বজন (সাংবাদিক সংগঠন), অনুভব(তফসিলি সম্প্রদায়), বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট, মাইনোরিটি রাইটস ফোরাম (বাংলাদেশ), ওয়ার্ল্ড হিন্দু ফেডারেশন বাংলাদেশ চ্যাপ্টার, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, বাংলাদেশ রবিদাস উন্নয়ন পরিষদ, বাংলাদেশ মতুয়া সংঘ (ওরাকান্দি) ও আন্তর্জাতিক রবিদাস উন্নয়ন পরিষদ। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক।

চট্টগ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সারাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা, জবরদস্তি পূর্বক সম্পত্তি দখল, সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত, পঞ্চগড়ে জেলখানায় এ্যাড. পলাশ রায়কে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা, ফরিদপুরে সাংবাদিক প্রবীর সিকদারের বাড়িতে সশস্ত্র হামলা, নারী নেত্রী প্রিয়া সাহার পৈতৃক বাড়িতে আগুন, বুদ্ধিজীবী শাহরিয়ার কবির, মুনতাসির মামুন, এ্যাড. সুলতানা কামালকে জঙ্গী কর্তৃক হত্যার হুমকি, সীতাকুন্ডে কুমিরা জেলেপাড়ায় ইয়াবা উদ্ধারের নামে পুলিশের নারকীয় তান্ডবের প্রতিবাদে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২৫ মে' সকাল ১০টায় চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব চত্বরে মহানগর শাখার উদ্যোগে আয়োজিত মানববন্ধন ও সমাবেশ ঐক্য পরিষদ নেতা অরবিন্দ বড়ুয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদানকালে এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত বলেন, সাম্প্রতিককালে সারা বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নিপীড়ন নির্যাতন বেড়েছে। আমরা মনে করি কুমিরা জেলেপাড়ায় পুলিশী হামলায়ও এর বাইরে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। তিনি অবিলম্বে কুমিরায় আহত জেলেদের চিকিৎসা, তাদের ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর পুনঃ সংস্কারসহ দায়েরকৃত মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহারের জন্য প্রশাসনের প্রতি জোর দাবি জানান। তিনি বলেন, সরকার যদি অবিলম্বে সারাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনকারীদের চিহ্নিত করে দোষী ব্যক্তিদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি নিশ্চিত না করেন তাহলে সরকারের উপর সংখ্যালঘুদের আস্থা হারিয়ে যাবে। তিনি আরো বলেন, মৎস্য শিকারে যে ৬৫ দিনের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তৎজ্জন্য গরিব জেলেদের পর্যাপ্ত পরিমাণ সাহায্য দিয়ে জেলেদের বেঁচে থাকার সুযোগ দিতে হবে এবং সারাদেশে সম্প্রতি যে সমস্ত সাম্প্রদায়িক ঘটনাসমূহ ঘটেছে এবং অব্যাহত আছে তা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। এ্যাড. রুবেল পাল'র সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. নিতাই প্রসাদ ঘোষ, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের চট্টগ্রাম জেলা সভাপতি শ্যামল কুমার পালিত, দক্ষিণ জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক তাপস হোড়, নির্বাহী সদস্য এ্যাড. প্রদীপ চৌধুরী, কাউন্সিলর নীলু নাগ, জাতীয় হিন্দু মহাজোটের এ্যাড. যীশু রক্ষিত, এ্যাড. আশুতোষ দত্ত, বাগীশিক মহানগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, মৎস্যজীবি সমিতির নেতা সুবল চন্দ্র দাশ, রাধাবাসী জলদাশ, বিজয় কৃষ্ণ দাশ, জহরলাল চক্রবর্ত্তী, ধ্রুব জলদাশ, সুকান্ত দত্ত, বিশ্বজিৎ দাশ জুয়েল, মতিলাল দেওয়ানজী, বাবুল দত্ত, ডাঃ তপন কান্তি দাশ, বিশ্বজিৎ পালিত, ডাঃ দেবাশীষ মজুমদার, বিকাশ মজুমদার, অনুপ রক্ষিত, দোলন মজুমদার, সাগর মিত্র, অধ্যাপক টিংকু চক্রবর্ত্তী, মৃদুল দাশ, রিপন সিং, নির্মল জল দাশ, রিমন মুহুরী, তাপস চৌধুরী, তন্ময় সেন, প্রসূন নাগ প্রমুখ। সমাবেশের পরে রানা দাশগুপ্তের নেতৃত্বে একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল আন্দরকিল্লা চত্বরে গিয়ে সমাপ্ত হয়।

দিনাজপুর

রতন সিং, নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ ও বুদ্ধিজীবীদের হত্যার হুমকির প্রতিবাদে দিনাজপুরে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

২৫ মে সকাল ১১টায় দিনাজপুর প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদ ও পূজা উদ্‌যাপন দিনাজপুর জেলা শাখার যৌথ উদ্যোগে সারাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার-নির্যাতন বন্ধ এবং মুক্ত চিন্তার প্রগতিশীল ৩ বুদ্ধিজীবী সুলতানা কামাল, শাহরিয়ার কবির এবং মুনতাসির মামুনকে হত্যার হুমকি দেয়ার পৃষ্ঠা ৭

১৯ মে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সংবাদ সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদকের উপস্থাপিত বক্তব্য

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিবাদন গ্রহণ করুন। আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপনারা আজকের এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন, তজ্জন্যে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

প্রিয় ভায়েরা,

প্রতি বছর আমরা সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম এবং আমাদের সংগঠনের নিজস্ব সূত্রে যেসব তথ্য পাই তারই আলোকে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর সাম্প্রদায়িক সহিংসতার চালচিত্র তুলে ধরি। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ডিসেম্বর মাসের ৩০ তারিখ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন থাকায় ২০১৮ সালের সাম্প্রদায়িক চালচিত্র আমরা তুলে ধরেছিলাম চলতি বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি। সেই সময়ে আমরা বলেছিলাম, পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় সেবছর অর্থাৎ ২০১৮ সালে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার পরিস্থিতির খানিকটা উন্নতি ঘটেছে। ২০১৬ সালে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা যেখানে ছিল ১৪৭১টি, ২০১৭ সালে তা নেমে আসে ১০০৪-এ। আর ২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ঘটনার সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ৮০৬-তে। এর মধ্যে হত্যার শিকার হয়েছেন ৯০ জন, মরদেহ উদ্ধার হয়েছে ১৫ জনের (প্রাথমিকভাবে হত্যাকান্ড বলে প্রতীয়মান), কথিত ধর্ম অবমাননার অভিযোগে শাস্তি প্রদানের ঘটনা ঘটেছে ১০টি, , অপহরণের ঘটনা ৩৯টি, নিখোঁজের ঘটনা ১৮টি, ধর্ষণ চেষ্টার ঘটনা ১৪টি, ধর্ষণের ঘটনা ৩২টি, গণধর্ষণের ঘটনা ১৬টি, যৌন হয়রানির ঘটনা ২৬টি, প্রতিমা চুরির ঘটনা ১৪টি, মন্দিরে চুরি/ডাকাতির ঘটনা ৭টি, প্রতিমা ভাংচুর ১৬৯টি, মন্দিরে হামলা/ ভাংচুর/ অগ্নিসংযোগের ঘটনা ৫৮টি, শ্মশান/ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি দখলের ঘটনা ২১টি, দখলের অপপ্রয়াস ১১টি, বসতবাড়ি, জমিজমা দখল/উচ্ছেদের ঘটনা ১২২টি, দেশত্যাগের হুমকির ঘটনা ১১৫টি, বসতঘর/সম্পত্তি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে হামলা/ ভাংচুর/ অগ্নিসংযোগ/ লুটপাট/ ডাকাতির ঘটনা ২৩৫টি, চাঁদাবাজির ঘটনা ২০টি, হত্যার হুমকির ঘটনা ৩১টি, হত্যাচেষ্টার ঘটনা ২৩টি। শারীরিক হামলার শিকার হয়েছেন এ বছরে ৪৪৭ জন। দখলের/উচ্ছেদের অপতৎপরতায় ৫৮৮টি পরিবার/প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রতারণাপূর্ণভাবে গো-মাংস ভক্ষণ করিয়ে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার ঘটনা ৩টি।

প্রিয় বন্ধুগণ,

নির্বাচনোত্তর জানুয়ারি মাস থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সহিংসতার যে চালচিত্র তা আমাদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। কেননা, এই চার মাসে হত্যার শিকার হয়েছে ২৩জন, মরদেহ উদ্ধার হয়েছে ৬জনের (প্রাথমিকভাবে হত্যাকান্ড বলে প্রতীয়মান), হত্যাচেষ্টার ঘটনা ঘটেছে ১০টি, হত্যার হুমকি পেয়েছে ১৭জন, শারীরিকভাবে আক্রান্ত হয়েছে ১৮৮জন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বাড়িঘরে লুটতরাজের ঘটনা ও ঘটেছে ৩১টি, চাঁদার দাবির ঘটনা ঘটেছে ৭টি, বাড়িঘর জমি-জমা থেকে উচ্ছেদ হয়েছে ১৬২জন, জবরদখলের প্রয়াসের ঘটনা ঘটেছে ৩৮টি, দেশত্যাগের হুমকি পেয়েছে ১৭জন, আক্রান্ত মঠ মন্দিরের সংখ্যা ২৯টি, ধর্মস্থানের সম্পদ লুন্ঠনের ঘটনা ঘটেছে ৯টি, বিগ্রহ চুরির ঘটনা ৬টি, জোর জবরদখলকৃত ধর্মস্থানের সংখ্যা ৬টি, ধর্মস্থান জবরদখলের ঘটনার অপপ্রয়াস ১০টি, বিগ্রহ ভাংচুরের ঘটনা ৪৩টি, গণধর্ষণের ঘটনা ৫টি, ধর্ষণের ঘটনা ৭টি, ধর্ষণের অপপ্রয়াস ১টি, যৌন হয়রানির ঘটনা ১০টি, ধর্ষণ ও উত্যক্তের শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেছেন ৩জন,নিখোঁজ ৩জন, অপহৃত হয়েছে ৬জন, অপহরনের প্রয়াসের ঘটনা ২টি, অপহরণ করে জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণের ঘটনা ১টি, জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণের অপপ্রয়াস ২টি, ধর্মান্তরিত হয়েছেন ১০৪জন, কথিত ধর্ম অবমাননার অভিযোগ হয়েছে ৫জনের বিরুদ্ধে, প্রতারণাপূর্ণভাবে গো-মাংস ভক্ষণ করিয়ে ধর্মীয় অনুভুতিতে আঘাত হানার প্রয়াসের ঘটনা ঘটেছে ১টি, হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভুতিকে আঘাত হানার ঘটনা ঘটেছে ৫টি এবং অনুরূপ অন্যান্য ঘটনা ঘটেছে আরো ২০টি। ২০১৮ সালের গোটা বছরের চালচিত্রকে সামনে এনে নির্দ্বিধায় বলা যায়, সাম্প্রদায়িক সহিংসতার মাত্রা আগের তুলনায় অনেকটা বেড়েছে। কেননা, ২০০৮ সালের এক বছরে যেখানে সাম্প্রদায়িক সহিংসতাসংক্রান্ত ঘটনার সংখ্যা ছিল ৮০৬টি, সেখানে চলতি বছরের প্রথম চার মাসে ২৫০টি। তবে এ চিত্রটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। কারণ, আমাদের জানার বাইরেও আরো অনেক ঘটনা থাকতে পারে। অদ্যকার এই সংবাদ সম্মেলনে উত্থাপিত এ চালচিত্রকে বিবেচনায় নিয়ে সরকার, প্রশাসন ও আইনশৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের যে ঘোষণা তা বাস্তবায়ন করতে না পারলে সংখ্যালঘু পরিস্থিতি অধিকতর সঙ্কটপূর্ণ হবে বলে মনে করি। আমরা একই সাথে মনে করি, সরকারিদলের ভেতরের ও বাইরের সাম্প্রদায়িক অপশক্তি মেলবন্ধনের মধ্য দিয়ে সারা দেশে সম্ভাব্য জঙ্গী হামলার জন্যে সংখ্যালঘুদের উপর বিভিন্নমুখীন নির্যাতন চালিয়ে পরিবেশ তৈরিতে লিপ্ত রয়েছে। অর্পিত সম্পত্তির মামলায় স্বাক্ষর জাল করে সরকারি দলের সিরাজগঞ্জ- ৬ আসনের সাংসদ হাসিবুর রহমান স্বপনের ৩৫ শতক জমি আত্মসাতের ঘটনায় আদালতের দায়েরকৃত মামলা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই।

প্রিয় সাংবাদিক ভায়েরা ও বোনেরা,

আমরা নিরতিশয় উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি, পঞ্চগড় কারাগারে মিথ্যা মামলায় আটক রেখে এ্যাড. পলাশ কুমার রায়-কে গায়ে আগুন দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তুলনামূলক না হলেও বলতে চাই, ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকার কারাগারে ৪ জাতীয় নেতাকে হত্যার পর কারাভ্যন্তরে এ জাতীয় ঘটনা আর ঘটেছে কিনা আমাদের জানা নেই। এহেন নৃশংসতা মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লংঘন। মানবাধিকার কর্মী প্রিয়া সাহার পৈতৃক বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। জ্বালিয়ে দেওয়ার পর এ বাড়িতে আবারো হামলার ঘটনা ঘটেছে। অথচ, পুলিশ ও প্রশাসন দুর্বৃত্তদের নাগাল পাচ্ছে না।

প্রিয় বন্ধুগণ,

সাংবাদিক প্রবীর সিকদারের ঘটনা নিশ্চয়ই আপনাদের জানা আছে। ৭১-র মুক্তিযুদ্ধকালে তাঁর পিতা, দুই কাকা, এক মামা, বৃদ্ধ দাদু- এই ৬ জনকে তিনি হারিয়েছিলেন। স্বাধীনতাবিরোধী চক্র তাঁদের নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। ২০০১ সালে স্বাধীনতাবিরোধী চক্র নিয়ে বিএনপি ক্ষমতায় আসার প্রাক্কালে ২০০০-২০০১ সালে 'সেই রাজাকার' শিরোনামে তাঁর তথ্যবহুল সংবাদগুলো সেদিন সারা দেশকে রাজাকারবিরোধী চেতনায় উদ্ভাসিত করেছিল। এই সাহসী ভূমিকার কারণে ২০০১ সালে তাঁর উপর হামলা হলে তিনি এক পা হারিয়ে ফেলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেদিন তাঁর চিকিৎসায় মানবিকতার সাথে এগিয়ে আসেন। পা হারানোর পরেও এই সাংবাদিক তাঁর সাহসী ভূমিকা অব্যাহত রাখার কারণে গত ২০১৫ সালে তথ্য প্রযুক্তি আইনের এক মিথ্যা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিজ্ঞ সাংবাদিক বন্ধুরা, আপনারা সেদিন তার প্রতিবাদে উচ্চকিত হয়েছিলেন। আমরা আপনাদের সেই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে চাই। আদালত তাঁকে ৩ দিনের রিমান্ডের আদেশ দেয়া স্বত্বেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে প্রবীর সিকদার পরদিন জামিনে মুক্তি পেয়ে নিজ বাড়িতে ফিরে যান। সেই প্রবীর সিকদার ও তাঁর আত্মীয়-স্বজন অতি সম্প্রতি আবারো দুর্বৃত্তদের নানামুখী হামলা ও চক্রান্তের শিকার হয়েছেন। গত ৮ মে কানাইপুরের গণহত্যা দিবসের ৪৮ তম বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগদান করতে গেছেন ভেবে হেলমেট পরিহিত ২৫/৩০ জন সশস্ত্র দুর্বৃত্তের দল আবারো তাঁর খোঁজে তাঁর ভাই সুবীর সিকদারের ফরিদপুরের কানাইপুরের বাড়িতে হামলা চালিয়ে কয়েক জায়গায় পেট্রোল ঢেলে আগুন দিয়ে চলে যায়। শুধু তা-ই নয়, গত ১৫ মে প্রবীর সিকদারের ভগ্নীপতি হবার কারণে সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যাপক তপন দেবনাথের বাসায় আক্রমণ চালিয়ে দুর্বৃত্তের দল তাঁর প্রতিবন্ধি সন্তানসহ ঐ বাসার সকলকে বের করে দিয়ে এতে তালা লাগিয়ে সবাইকে ফরিদপুর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করে। ঐদিনই প্রভাবশালী মহলবিশেষের ছত্রচ্ছায়ায় আরেকটি দল প্রবীর সিকদারের শ্যালক গৌর সাহা, বলাই সাহা ও বন্ধু সাহার তিনটি দোকান বন্ধ করে দেয়। পরে তাদের বাড়িতে হানা দিয়ে বন্ধু সাহার স্ত্রী ডলি সাহা, তাঁর সন্তান ও ভাগ্নেকে বাসে তুলে ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়। সবক্ষেত্রেই দুর্বৃত্তের দল এই বলে শাসিয়েছে প্রবীর সিকদার চিরকালের জন্যে লেখালেখি বন্ধ করলে তবে-ই তারা ফরিদপুরে ফিরতে পারবে। আমরা প্রবীর সিকদার ও তাঁর পরিবারের উপর এ ধরণের হুমকি, হামলায় গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। আমরা আরো জানতে পেরেছি, থানায় বা আদালতে এসব ঘটনা নিয়ে মামলা করতেও তাদের দেয়নি। সর্বশেষ গতকাল ১৮ মে প্রবীর সিকদারের ভাই সুবীর সিকদার ও কাকা নিমাই সিকদারকে সপরিবারে ফরিদপুর ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রবীর সিকদার ও তাঁর পরিবার এবং তাদের আত্মীয় স্বজন তাদের জীবন, সম্পদ ও ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীরভাবে আতংকিত ও শংকিত । আজকের এই সংবাদ সম্মেলন থেকে আমরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই এবং এ ব্যাপারে সরকার ও প্রশাসনের উর্ধতন মহলের আশু দৃষ্টি কামনা করছি।

প্রিয় বন্ধুগণ,

আমরা আজকের এই সংবাদ সম্মেলন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজিত অস্থির পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। গত জানুয়ারি থেকে মার্চ-এই তিন মাসের মধ্যে প্রাতৃঘাতী সংঘর্ষে পাহাড়ে ৬জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। শান্তিচুক্তির বাস্তবায়নে ও পার্বত্য ভূমিবিরোধ নিরসনে ধীর গতি থেকে উদ্ভুত হতাশা থেকে এহেন অস্থিরতা তৈরী হয়েছে বলে আমরা মনে করি। অন্যদিকে মনে করি, এহেন অস্থির পরিস্থিতি তৈরী করে ও তা জিইয়ে রেখে মহলবিশেষ পার্বত্যবাসীর মূলধারাকে নিঃশেষের প্রয়াস চালাচ্ছে। এহেন পরিস্থিতির আশু অবসানে আমরা সরকারের কাছে জোর দাবি জানাই।

প্রিয় ভায়েরা ও বোনেরা,

আমরা লক্ষ্য করছি, বিভিন্ন সামাজিক গণমাধ্যমে সাম্প্রদায়িক মহলবিশেষ তীব্র ধর্মীয় বিদ্বেষপূর্ণ সাম্প্রদায়িক উস্কানীমূলক বক্তব্য অব্যাহতভাবে প্রচার করে চলেছে। এসব বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তারা শুধু ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্ম সর্ম্পকে অহেতুক কটুক্তি, মিথ্যা ও কুরুচিপূর্ণ প্রচারণাই চালাচ্ছে না, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের 'বিধর্মী, ও কাফের আখ্যা দিয়ে তাদের উপাসনালয়ে হামলা, বিগ্রহ ভাংচুর এমনকি দেশছাড়ার ও হত্যার হুমকি দিচ্ছে। আমরা সুস্পস্টভাবে বলতে চাই, এ সাম্প্রদায়িক মহল এদেশীয় ও আন্তর্জাতিক সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী ও জঙ্গীবাদীদের মদদদাতা, পৃষ্ঠপোষক। তারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুন্নে ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরীতে বিশেষভাবে তৎপর। তাদের দোসররা নানান কায়দায় হয় দারিদ্র্যতার সুযোগ নিয়ে নয়তোবা ভয়-ভীতি দেখিয়ে নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতি তৈরী করে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে ধর্মান্তরিত করার অশুভ প্রক্রিয়ায় নেমেছে যা ৭১-র কথা-ই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাদের এহেন কর্মকান্ড বিশেষ ক্ষমতা আইন ও তথ্য প্রযুক্তি আইনে গুরুতর অপরাধের সামিল। এদের এহেন অপকর্ম অব্যাহত থাকা সত্বেও সরকারের নিস্ক্রিয় ও নিস্পৃহ ভূমিকায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। আজকের এই সংবাদ সম্মেলন থেকে আমরা এহেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্নকারীদের চিহ্নিত করে তাদের অনতিবিলম্বে বিচারের আওতায় এনে শাস্তি নিশ্চিত করার জন্যে সরকারের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি।

প্রিয় সাংবাদিক ভায়েরা,

আজকের এই সংবাদ সম্মেলন থেকে পঞ্চগড় কারাগারে এ্যাডভোকেট পলাশ রায়ের হত্যা, সাংবাদিক প্রবীর সিকদারের খোঁজে তাঁর ফরিদপুরের বাসভবনে সশস্ত্র দুর্বৃত্তদলের হামলা, মানবাধিকার কর্মী প্রিয়া সাহার পৈতৃক বাড়ি অগ্নিসংযোগে ধ্বংস, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী সুলতান কামাল, শাহরিয়ার কবীর, মুনতাসীর মামুনের উপর হত্যার হুমকি এবং সাম্প্রদায়িকমহলবিশেষ কর্তৃক ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের উপর পুনরায় হুমকি, হামলা অব্যাহত রাখার প্রতিবাদে এবং সামাজিক গণমাধ্যমে উস্কানীমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রিতি ক্ষুণ্নকারীদের চিহ্নিত করে অনতিবিলম্বে তাদের গ্রেপ্তারের দাবিতে আগামি ২৫ মে সকাল ১১টায় সকল সংখ্যালঘু সংগঠনকে সমন্বিত করে সারা দেশে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচী ঘোষণা করছি। ঢাকায় এ কর্মসূচী পালিত হবে জাতীয় প্রেস ক্লাব চত্বরে সকাল সাড়ে দশটায়। ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের জাতীয় সমন্বয় কমিটিভুক্ত ২৩ টি সংগঠন বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ, বাংলাদেশ খ্রিস্টান এ্যাসোসিয়েশন,

পৃষ্ঠা ৫

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের বর্ধিত সভায় সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্তের প্রতিবেদন

সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত সাথী ও বন্ধুগণ,

আপনারা আমার সংগ্রামী অভিবাদন ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। বিগত বর্ধিত সভার ৬ মাস পর আজকের এ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ সময়ে দেশের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনোত্তর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভাঙাগড়ার এ পর্যায়ে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের উপর হামলা, নির্যাতন, জায়গা-জমি দখল, মন্দির উপাসনালয়ে বিগ্রহ ভাংচুর সারা দেশে আবার বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। পঞ্চগড় জেলে আটকাবস্থায় আইনজীবী পলাশ কুমার রায়ের শরীর আগুনে ঝলসে দিয়ে তাকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। সংগঠনের অন্যতম সাংগঠনিক সম্পাদক প্রিয়া সাহার পৈতৃক বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। সাংবাদিক প্রবীর সিকদারের সন্ধানে তাঁর ফরিদপুরের বাড়িতে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। ধর্মান্তরকরণের মাত্রা বেড়েছে বেশ কয়েকগুণ। সরকার প্রধান চলতি সংসদ অধিবেশনে দু'দুবার দেশে জঙ্গী হামলার আশংকাব্যক্ত করে দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়েছেন। এমনি এক পরিস্থিতিতে আজকের এ বর্ধিত সভা গভীর তাৎপর্য বহন করছে।

প্রিয় বন্ধুগণ,

বিগত নির্বাচনকে সামনে রেখে ২০১৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ঢাকার ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সকল ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠনকে সমন্বিত করে ৫-দফা দাবি গ্রহণ করেছিলাম আমরা। এ দাবি পূরণে বিগত ৯ নভেম্বর ২০১৮ ইং তারিখে বর্ধিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে যাবতীয় কর্ম আমরা সম্পাদন করেছি। এর ফলশ্রুতিতে বিগত একাদশ জাতীয় সংসদ নিবাচনে সরকার ও সরকারি দলের সংখ্যালঘু স্বার্থবিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত বেশ কয়েকজন সাংসদকে মনোনয়ন দেয়া হয়নি। এরপরও যাদেরকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে মন্ত্রীসভায় তাদের স্থান হয়নি। এবারেই স্বাধীনতার ৪৮ বছর পর সর্বপ্রথম ২১ জন সংখ্যালঘু বিজ্ঞ সাংসদ হিসেবে সংসদে স্থান পেয়েছেন, মন্ত্রীসভায়ও পূর্বেকার তুলনায় বেশী সংখ্যালঘু অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। নির্বাচনকালে কোন রাজনৈতিক দলকে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করতে দেখা যায় নি। নির্বাচনের পূর্বাপর সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পূর্বেকার মতো আক্রান্ত হয় নি। রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের প্রকাশিত নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনাক্রমে নির্বাচনকালীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তৃণমূলে যথাসময়ে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের নির্বাচনী অঙ্গীকারে ৫-দফার ৫ নম্বর দফার দাবিসমূহ নানানভাবে স্থান পেয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে বেশী স্থান পেয়েছে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে । আমরা মনে করি, এ আমাদের আন্দোলনের অর্জন।

প্রিয় বন্ধুগণ,

ইতোমধ্যে উপজেলা নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ নির্বাচনে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনোনয়নের জন্যে সরকারী দলসহ সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলাম। সরকারি দল ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দল এ নির্বাচনে তেমনিভাবে অংশগ্রহণ করেনি। তবে বলতে হয়, এ উপজেলা নির্বাচনে সরকারি দল পূর্বেকার চেয়েও বেশ সংখ্যক সংখ্যালঘুকে প্রার্থীকে চেয়ারম্যান পদে মনোনয়ন দেয়। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবেও কেউ কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তুলনামূলক বিচারে আগের চেয়েও বেশী সংখ্যক সংখ্যালঘু এবারে উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছেন। আমরা মনে করি, অংশীদারিত্ব-প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে এ-ও একধাপ অগ্রগতি।

প্রিয় ভায়েরা,

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত বিচারপতি দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ও সাংসদ সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের স্মরণে জাতীয় প্রেস ক্লাবে স্মরণসভা অনুষ্ঠান, সংগঠন কার্যালয়ে মহাত্মা গান্ধী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনানুষ্ঠান, শহীদ দিবস উপলক্ষে ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে শহীদ মিনারে পুস্পার্ঘ অর্পণ ছাড়াও ৬ এপ্রিল সিরডাপ মিলনায়তনে নির্বাচিত সংখ্যালঘু সাংসদদের সম্বর্ধনা দিয়েছে সংগঠন। সংখ্যালঘু-আদিবাসী সংসদীয় ককাস গঠনেও আমরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছি। গত ২৬ এপ্রিল নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলংকায় সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশন শাহবাগে জাতীয় জাদুঘর চত্বরে মুখে কালো কাপড় বেঁধে মানববন্ধন করেছে। এ ছাড়া অতি সম্প্রতি সিলেট মহানগর সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত কয়েক মাসে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বেশ ক'টি দুর্গত এলাকায়ও সফর করেছেন। বাংলাদেশ যুব ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটিরও ইতোমধ্যে অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

প্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ,

আপনাদের আনন্দের সাথে বলতে চাই, বিগত মাসের শেষের দিকে সংগঠনের স্থায়ী কার্যালয় হিসেবে পুরানা পল্টন এলাকা পল্টন টাওয়ারের তৃতীয় তলায় একটি Commercial Space ক্রয় করা হয়েছে। বর্তমানে তাতে অভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জার কাজের প্রস্তুতি চলছে। আগামি জুন মাসে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে তা' অনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের কথা রয়েছে।

প্রিয় ভায়েরা,

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে ২০১৭ সালের ৭ ও ৮ এপ্রিল ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে দু'দিনব্যাপী সংগঠনের দশম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সে হিসেবে বিদ্যমান কমিটির মেয়াদকাল পূরণ হতে আর বেশী দিন বাকী নেই। আমি প্রস্তাব করছি- আগমি ২০২০ সালের এপ্রিল মাসের ১০ ও ১১ বা ১৭ ও ১৮ তারিখে কিংবা ডিসেম্বর মাসের ৪ ও ৫ বা ১১ ও ১২ তারিখে যে কোন দুইদিন জাতীয় সম্মেলনের তারিখ আজকের এই বর্ধিত সভায় নির্ধারণ করা হোক। জাতীয় সম্মেলনের তারিখ যা-ই নির্ধারিত হোক না কেন মেয়াদোত্তীর্ণ সকল জেলা/মহানগর সম্মেলন এরই মধ্যে সম্পূর্ণ করতে হবে। উপস্থিত জেলা/মহানগর নেতৃবৃন্দ, যাঁরা একই সাথে কেন্দ্রীয় কমিটিরও সদস্য, তাঁরা সুনিদিষ্টভাবে থানা/উপজেলা সম্মেলনের মাধ্যমে কোন তারিখে সম্মেলন করবেন, আজকের সভায় তা অবহিত করবেন আশা করি। একই সাথে যে সব সাংগঠনিক কমিটির মেয়াদোত্তীর্ণ হতে সময় আছে, সে সব জেলা/মহানগর কমিটিকেও জাতীয় সম্মেলনের আগেই বর্ধিত সভ/সমাবেশের আয়োজন করতে হবে যে কোন তারিখে করবেন তা-ও নিশ্চই আপনারা আজকের এ সভায় উল্লেখ করবেন। জাতীয় সম্মেলনকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমনিভাবে অধিকতর তৃণমূলে ছড়িয়ে দিয়ে সংগঠনের ভিত্তিকে অধিকতর দৃঢ় ও মজবুত করতে হবে, অন্যদিকে সংলাপ ও মাঠ- এ দু'টিকে আন্দোলনের ভিত্তি ধরে সরকারি দলসহ অন্যান্য দলসমূহের নির্বাচনী ইশতেহারে বর্ণিত অঙ্গীকারসমূহের বাস্তবায়নের নিমিত্তে জোর চাপও সৃষ্টি করতে হবে। এ ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।

প্রিয় বন্ধুগণ,

আমি আরো কয়েকটি প্রস্তাব আপনাদের সামনে তুলে ধরছি আপনাদের বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে-

ক. সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গীবাদ ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়ভাবে ও স্থানীয়ভাবে নাগরিক আন্দোলন গড়ে তোলার যথাসাধ্য উদ্যোগ গ্রহণ করা।

খ. সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন, নিপীড়নের প্রতিবাদে স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে সাথে সাথে সমাবেশ, মানববন্ধন, বিক্ষোভ মিছিল, অনশন প্রয়োজনে রাজপথ-রেলপথ অবরোধের কর্মসূচী গ্রহণ করা।

গ. সংগঠনের ঘোষিত কর্মসূচী যথাযথ বাস্তবায়নে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

এ পর্যায়ে দু'টি আনন্দের সংবাদও আপনাদের দিতে চাই। চট্টগ্রামের চট্টেশ্বরী সড়কের নামফলক উপড়ে ফেলা হয়েছিল। ঐক্য পরিষদের আন্দোলনের মুখে তা' আবার পুনঃস্থাপিত হয়েছে। চট্টগ্রামের আনোয়ারায় পন্ডিত নিরঞ্জন চক্রবর্তীর কাছ থেকে জোর-জব্বরে সাফ কবলা দলিল রেজিষ্টারী করে নিয়ে পরিবারসমেত তাঁকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রেও স্থানীয় ঐক্য পরিষদের আন্দোলনের মুখে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের হস্তক্ষেপে ভিটে-ভূমি হারানো নিরঞ্জন চক্রবর্তী পরিবারসমেত আবারো তাঁর বাড়িতে ফিরে আসতে পেরেছেন। এ জন্যে প্রয়োজন, স্থানীয় নেতৃত্বের কঠিন মনোবল ও সাহসিকতা। সর্বত্রই তা দেখতে পেলে খুশী হতাম।

সবশেষে বলি, নির্বাচনোত্তর গত চার মাস ধরে বিরাজমান সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন, পঞ্চগড়ের কারাগারে আটকাস্থায় অগ্নিদগ্ধ করে এ্যাডভোকেট পলাশ রায়কে হত্যা, সাংবাদিক প্রবীর সিকদারের খোঁজে তার বাড়িতে, হামলা, মানবাধিকারকর্মী প্রিয়া সাহার পৈতৃক বাড়িতে অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহকে জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে একত্রিত করে আগামি ১৮ বা ২৫ মে-র যে কোন একদিন সকাল ১০ টায় সারা দেশে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দেয়া যায় কিনা সে ব্যাপারে আজকের এই বর্ধিত সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

সাধারণ সম্পাদকের উপস্থাপিত বক্তব্য

৪র্থ পৃষ্ঠার পার

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি, বাংলাদেশ বুদ্ধিষ্ট ফেডারেশন, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি (জাতীয় কমিটি), জগন্নাথ হল এ্যালামনাই এ্যাসোসিয়েশন, হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনোরিটি, বাংলাদেশ ঋষি পঞ্চায়েত ফোরাম, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ, শ্রীশ্রী ভোলানন্দগিরি আশ্রম ট্রাষ্ট, বাংলাদেশ হিন্দু লীগ, বাংলাদেশ মাইনোরিটিজ সংগ্রাম পরিষদ, স্বজন (সাংবাদিক সংগঠন), অনুভব(তফসিলি সম্প্রদায়), বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট, মাইনোরিটি রাইটস ফোরাম (বাংলাদেশ), ওয়ার্ল্ড হিন্দু ফেডারেশন, বাংলাদেশ চ্যাপ্টার, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, বাংলাদেশ রবিদাস উন্নয়ন পরিষদ, বাংলাদেশ মতুয়া সংঘ (ওরাকান্দি), আন্তর্জাতিক রবিদাস উন্নয়ন পরিষদ ইত্যাদি কর্মসূচীর সাথে ইতোমধ্যে সংহতি জ্ঞাপন করেছে।

প্রিয় বন্ধুগণ,

দীর্ঘক্ষণ সময় ধরে আপনারা আমাদের বক্তব্য শুনেছেন। আপনারা আপনাদের ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে আমাদের এ বক্তব্য সরকার ও গোটা জাতির সামনে তুলে ধরবেন- এই আমাদের প্রত্যাশা। পবিত্র ঈদ-উল ফিতরের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্যের এখানেই সমাপ্তি টানছি।

এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত

বর্ধিত সভার কার্যবিবরণী

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

৫. এই বর্ধিত সভা দেশের তিন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও মানবাধিকারকামী এ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, শাহরিয়ার কবীর ও অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের প্রাণনাশে জঙ্গীবাদীদের হুমকির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং এসব হুমকিদাতা ও তাদের মদদদাতাদের চিহ্নিত করে অনতিবিলম্বে তাদের বিচারের আওতায় আনার জোর দাবি জানাচ্ছে।

৬. এই সভা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, বিভিন্ন সামাজিক গণমাধ্যমে সাম্প্রদায়িক মহলবিশেষ তীব্র ধর্মীয় বিদ্বেষপূর্ণ উক্তি এমনকি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের 'বিধর্মী' উল্লেখে হত্যা করারও অব্যাহত প্রচার-প্ররোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। সভা এদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে তথ্য প্রযুক্তি আইনে বা বিশেষ ক্ষমতা আইনের আওতায় নিয়ে এসে তাদের বিচারে শাস্তি নিশ্চিতের দাবি জানাচ্ছে।

৭. এই বর্ধিত সভা পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজিত অস্থির পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। সভা মনে করে, এহেন অস্থির পরিস্থিতি তৈরি করে এবং তাকে এগিয়ে নিয়ে মহলবিশেষ পার্বত্যবাসীর মূলধারাকে নিঃশেষের দুরভিসন্ধি চরিতার্থের প্রয়াস চালাচ্ছে। সভা এহেন পরিস্থিতির আশু অবসানে সরকারের দৃঢ় ভূমিকা কামনা করছে।

৮. এই বর্ধিত সভা আগামি ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসের ১১ ও ১২ তারিখে সংগঠনের একাদশ জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

৯. এই বর্ধিত সভা আরো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে, আগামি একাদশ জাতীয় সম্মেলনের অন্যূন দুই মাস পূর্বে মেয়াদোত্তীর্ণ সকল জেলা/মহানগর কমিটির সম্মেলন থানা/উপজেলা সম্মেলন অন্তে অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে। এতদ্ব্যতীত যে সব জেলা/মহানগর সম্মেলনের মেয়াদ রয়েছে সে সব জেলা/মহানগর কমিটির উদ্যোগে সম্মেলনের পূর্বে প্রতিনিধি সভা/সমাবেশের আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

১০. এই বর্ধিত সভা দাশ দত্ত চৌধুরী এন্ড কোম্পানী চ্যার্টাড একাউন্টেন্টস নামীয় প্রতিষ্ঠানকে অডিটর হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

সুবীর নন্দীর মৃতুতে ঐক্য পরিষদের শোক

বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী সুবীর নন্দীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান পরিষদ এক বিবৃতিতে বলেছে, তাঁর মৃত্যুতে আধুনিক গান ও শুদ্ধ সংগীতের চর্চার ধারায় অপূরণীয় ক্ষতি হলো। ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে প্রয়াতের শবদেহ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আনা হলে ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে মরদেহের উপর পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

রাষ্ট্র অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেহারা হারিয়েছে

ঢাকায় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানের সূচনা — পরিষদ বার্তা

শেষের পৃষ্ঠার পর

অধিকারের জন্য লড়াই করে সেই চেতনাকেই বাস্তবায়ন করতে চাই। ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গীবাদ, মৌলবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক বৈষম্য থেকে মুক্তির জন্য লড়াই করছি আমরা। সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, সংখ্যালঘু বান্ধব আইন প্রণয়ন করে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স এর বাস্তবায়ন চাই। আনোয়ারার পন্ডিত নিরঞ্জন চক্রবর্তী'র বসতগৃহ জায়গা-জমি সন্ত্রাসী ও ভূমিদস্যুদের কাছ থেকে ফিরিয়ে দেয়ায় মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ-কে ইতিবাচক ভূমিকার জন্য অভিনন্দন জানান এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত।

বিশেষ অতিথি ড. জিনবোধি ভিক্ষু বলেন, স্বার্থ ও অধিকার সুনিশ্চিতকরণে সংখ্যালঘুদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাম্প্রদায়িক, অত্যাচার, নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দেয়াল গড়ে এগিয়ে যেতে হবে। সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় করার জন্যও সরকারের প্রতি তিনি জোর দাবি জানান। বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্মল রোজারিও বলেন, '৭২এর সংবিধান পুন:প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত ঐক্য পরিষদের সংগ্রাম চলবে। বিশেষ অতিথি সাংবাদিক রিয়াজ হায়দার চৌধুরী ঐক্য পরিষদের মানবাধিকারের লড়াইকে গণতন্ত্রের সংগ্রাম হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই মানবাধিকার আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে হবে।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ-চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি প্রকৌশলী পরিমল কান্তি চৌধুরী'র সভাপতিত্বে এবং অধ্যাপক নারায়ণ কান্তি চৌধুরী সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মহানগর সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. নিতাই প্রসাদ ঘোষ, ঐক্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য অধ্যাপক বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া, দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক তাপস হোড়, কেন্দ্রীয় নেতা শুকদেব নাথ তপন, এ্যাড. প্রদীপ চৌধুরী, ডা: গোবিন্দ প্রসাদ মহাজন, কাউন্সিলর নীলু নাগ, আনোয়ারার ইউপি চেয়ারম্যান অসীম দেব, এ্যাড. পরিমল চন্দ্র বসাক, ডা: অঞ্জন কুমার দাশ, জন অর্পন সমাদ্দার, অজিত কুমার শীল, এ্যাড. আশুতোষ দত্ত, মতিলাল দেওয়ানজী, বাবুল দত্ত, দীপংকর চৌধুরী কাজল, ডা: তপন কান্তি দাশ, যামিনী দে, বিজয় কৃষ্ণ দাশ, এ্যাড. রুবেল পাল, সুমন কান্তি দে, বিশ্বজিৎ পালিত, বিকাশ মজুমদার, অনুপ রক্ষিত, রুমা কান্ত সিংহ, সুকান্ত দত্ত, রতন আচার্য্য, ডা: রতন নাথ, রিমন মুহুরী, সিজার বড়ুয়া, জহরলাল চক্রবর্তী, মানিক চন্দ্র বৈদ্য, মৃদুল চৌধুরী, রিপন সিংহ, অশোক চক্রবর্তী, মুনমুন দত্ত, সুবল দাশ, অমল শিকদার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। আলোচনানুষ্ঠান শেষে ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর ৩১ পাউন্ড ওজনের কেক কাটা হয় এবং প্রবীর পালের উপস্থাপনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরে প্রীতিভোজের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের আহ্বান

ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতার শিকার হয়ে আজ অস্তিত্বের সংকটে মুখোমুখি হয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে আন্দোলন-সংগ্রামের কোন বিকল্প নেই। দেশব্যাপী বিরাজিত এই সাম্প্রদায়িকতার যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী আজ দিশেহারা হয়ে সারাদেশ জুড়ে সহায় সম্বলহীনভাবে দেশত্যাগে বাধ্য হচ্ছে। তাই প্রগতিমনা সহ সবাইকে নিয়ে এই সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতাকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। ২৪ মে শুক্রবার, সকাল ১০টায় আন্দরকিল্লাস্থ আর্বান ভবনে ঐক্য পরিষদের কার্যালয়ে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ৩১ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে কেন্দ্রীয় সভাপতি মন্ডলীর সদস্য অধ্যাপক ড. জিনবোধি ভিক্ষু এ কথাগুলো বলেন। ডা: অধর লাল চক্রবর্ত্তী'র সভাপতিত্বে ও এ্যাড. প্রদীপ কুমার চৌধুরী'র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক তাপস হোড় ও বিশেষ অতিথি ছিলেন মহানগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. নিতাই প্রসাদ ঘোষ। বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ বিজয়লক্ষ্মী দেবী, এ্যাড. হরিপদ চক্রবর্ত্তী, সজল চৌধুরী, চেয়ারম্যান অসীম দেব, চেয়ারম্যান তাপস কান্তি দত্ত, জিতেন গুহ, হরিপদ চৌধুরী বাবুল, তাপস দে, সাগর মিত্র, দোলন মজুমদার, নিবাস দাশ সাগর, সুভাষ নাথ, বিষ্ণুযশা চক্রবর্ত্তী, দেবর্ষি চক্রবর্ত্তী, উৎপল রক্ষিত, মাস্টার শ্যামল দে, অনুপ বিশ্বাস, কুন্তল বড়ুয়া, সাজিব বৈদ্য, সরোজ চৌধুরী, ডা: প্রভাষ চক্রবর্ত্তী, রমা বৈদ্য, শ্যামল বিশ্বাস, পোপন ধর, প্রবীর ধর, মুন্না সেন, রতন সেন, পংকজ রুদ্র স্বপন, লিটন মল্লিক, অপু বৈদ্য, জন্মে জয় নাথ প্রমুখ। বক্তারা বলেন, অবিলম্বে সংখ্যালঘু কমিশন ও সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠন করে সরকারকে সংখ্যালঘু বান্ধব সরকার হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। সভাশেষে নেতাকর্মীদের নিয়ে মহাসমারোহে কেক কেটে ঐক্য পরিষদের ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়।

মৌলভীবাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মৌলভীবাজারে ২০মে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ মৌলভীবাজার জেলা শাখা, সদর উপজেলা শাখা ও পৌর শাখার উদ্যোগে ঐক্য পরিষদের কার্যালয় শমসের নগর রোডে ৩১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়। মুক্তিযোদ্ধা এ্যাড. মাখন লাল দাশ এর সভাপতিত্বে ও পৌর কমিটির সাধাণ সম্পাদক এ্যাড. পার্থ সারথী পাল সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঐক্য পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সম্পাদক শিক্ষক আশু রঞ্জন দাশ, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা প্রাণ গোপাল রায়, সদর উপজেলা কমিটির সভাপতি কাউন্সিলর মনবীর রায়, জেলা মহিলা ঐক্য পরিষদ এর আহবায়ক মায়া ধর, সদস্য সচিব সীমা দাস, পৌর কমিটির সভাপতি শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, জেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শ্যামল দাশ, সদর উপজেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিকাশ ভৌমিক প্রমুখ।

চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন — পরিষদ বার্তা

ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

সংখ্যালঘুদের যন্ত্রণা ও ক্ষত এখনো লাঘব হয়নি

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গত ২০ মে পুরানা পল্টনে পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, জাতির ক্রান্তিকালে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের যন্ত্রণা ও ক্ষত ধারণ করে যে সংগঠনটির জন্ম হয়েছিল আজ তা তিন দশক অতিক্রম করেছে। আমাদের অর্জন কম নয়, কিন্তু এগুতে হবে আরও অনেক দূর। যে স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল এবং ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে ছিল, সে স্বপ্ন এখনো পরিপূর্ণতা পায়নি।

ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভার সূচনা হয় প্রদীপ জ্বালিয়ে। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন কাজল দেবনাথ, বাসুদেব ধর, স্বপন কুমার সাহা, এ্যাড. পরিমল চন্দ্র গুহ, জয়ন্তী রায়, মনীন্দ্র কুমার নাথ, এ্যাড. তাপস কুমার পাল, ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার, রেমন্ড আরেং, হেমন্ত কোরাইয়া, পদ্মাবতী দেবী, এ্যাড. অপূর্ব ভট্টাচার্য, সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য, মধুমিতা বড়ুয়া, রজত সুর রাজু, নারায়ণ সাহা অপু, হীরা কুণ্ডু প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রাণতোষ আচার্য শিবু। আলোচনার শুরুতে ঐক্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তুলে ধরেন বাসুদেব ধর।

বক্তারা বলেন, ঐক্য পরিষদ তিন যুগ পেরিয়ে এসেও লক্ষ করছে, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের যন্ত্রণা লাঘব হয়নি। আজও অত্যাচার-নির্যাতন, হামলা, জায়গা জমি দখল, ধর্মান্তরকরণ, মন্দিরে হামলাও প্রতিমা ভাংচুর এবং দেশ থেকে বিতারণের হুমকি সমানে চলেছে। নির্বাচনের পর এ হামলা আরও বেড়ে গেছে। এই অবস্থা চলতে পারে না। বক্তারা বলেন, সামনের দিনগুলোতে গণতান্ত্রিক ধারায় সম্পৃক্ত থেকে লড়াই আরো তীব্রতর করা ছাড়া সংখ্যালঘুদের আর কোনো বিকল্প নেই।

কুমিরা জেলেপাড়ায় হামলাকারীদের

শেষের পাতার পর

সাংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ সীতাকুন্ড উপজেলার সভাপতি বিমল চন্দ্র নাথের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক স্বপন বণিকের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ-চট্টগ্রাম জেলার সভাপতি শ্যামল কুমার পালিত, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ-চট্টগ্রাম মহানগরের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. নিতাই প্রসাদ ঘোষ, চট্টগ্রাম দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক তাপস হোড়, এ্যাড. প্রদীপ চৌধুরী, সীতাকুন্ড স্রাইন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান মোর্শেদ হোসেন, সুকান্ত দত্ত, বিশ্বজিৎ পালিত, বিকাশ মজুমদার, এ্যাড. রুবেল পাল, সিজার বড়ুয়া, অধ্যাপক রণজিৎ সাহা, সুলাল দাশ সুনীল, সজল শীল, সর্দার নতুন জলদাশ, মেজবাউদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ।

সারাদেশে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল

দিনাজপুরে মানববন্ধন

রাজশাহীতে বিক্ষোভ মিছিল

খুলনায় বিক্ষোভ

পটুয়াখালীতে মানববন্ধন

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়। কর্মসূচী চলাকালীন সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক সুনীল চক্রবর্তী, সদস্য সচিব রতন সিং, পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক উত্তম কুমার রায়, এ্যাড. দিলীপ চন্দ্র পাল, এ্যাড. দিজেন্দ্র নাথ রায়, রণজিৎ কুমার সিংহ, সংখ্যালঘু নির্যাতন দমন কমিটির সভাপতি যাদব চন্দ্র রায়, শহর ঐক্য পরিষদের আহবায়ক বিনোদ কুমার সরকার, সদস্য সচিব রাজু কুমার দাস, পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গৌর চন্দ্র শীল, মহিলা ঐক্য পরিষদের সভাপতি গৌরী চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক মল্লিকা দাস, বাচ্চু কুন্ডু, রাজু বিশ্বাস, সুবীর চক্রবর্তী, খোকন কুমার দাস, যুব মহাজোটের অর্ণব শীল দিপ্ত, রতন শর্মা, ছাত্র ঐক্য পরিষদের আহবায়ক অমৃত রায়, সদস্য সচিব মৃন্ময় রায়, যুগ্ম সদস্য সচিব সানী ঘোষ।

বক্তারা বলেন, দেশব্যাপী সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন, নিপীড়ন ও পঞ্চগড় কারাগারে এ্যাড. পলাশ কান্তি রায়কে অগ্নি সংযোগে হত্যা, সাংবাদিক প্রবীর শিকদারের খোঁজে দুর্বৃত্তরা তার ফরিদপুরের বাসভবনে হামলা, মানবাধিকার কর্মী প্রিয় সাহার পৈতৃক বাড়িতে অগ্নি সংযোগ, দেশের প্রখ্যাত তিন বুদ্ধিজীবী শাহারিয়ার কবির, মুনতাসির মামুন ও এ্যাড. সুলতানা কামালকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের উপর নির্যাতন, নিপীড়নকারীদের চিহ্নিত করে অনতিবিলম্বে তাদের বিচারের আওতায় আনতে না পারলে কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা দেয়া হবে।

লালমনিরহাট

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ জেলখানায় পলাশ রায়কে হত্যা,সাংবাদিক প্রবীর সিকদারের বাড়িতে হামলা, প্রিয়া সাহার বাড়িতে অগ্নিসংযোগ সহ ধর্মীয় উস্কানিমূলক বক্তব্য ও সহিংসতার বিচারের দাবিতে লালমনিরহাটে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ।

২৫ মে সকালে জেলার গৌরীশংকর গোশালা সোসাইটি থেকে এ বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি জেলা শহর প্রদক্ষিণ করে সোসাইটির সামনে জনতা মোড়ে এক মানববন্ধন কর্মসুচী পালন করে। ঐক্য পরিষদের লালমনিরহাট জেলা শাখার সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শৈলেন্দ্র কুমার রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পুজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি হীরা লাল রায়,ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অবিনাশ রায়,জাতীয় হিন্দু মহাজোটের সভাপতি উত্তম কুমার রায়। এসময় বক্তারা অবিলম্বে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, হুমকি বন্ধ সহ সকল হত্যাকান্ডের বিচারের দাবি জানান।

পটুয়াখালী

নিজস্ব প্রতিনিধি উত্তম কুমার দাস ॥ এ্যাড. পলাশ রায়কে কারা অভ্যন্তরে হত্যা, সাংবাদিক প্রবীর সিকদারের বাসায় হামলা, প্রিয়া সাহার বাড়িতে অগ্নি সংযোগ, মানবাধিকার নেত্রী সুলতানা কামাল, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী শাহরিয়ার কবীর, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনকে হত্যার হুমকিসহ সারাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রাদায়ের ওপর হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ এবং সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে বক্তব্য দেয়ার প্রতিবাদে সারাদেশের ন্যায় পটুয়াখালীতেও মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ কর্মসূচী পালন করেছে জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ।

গত ২৫ মে শনিবার সকাল ১০টায় পটুয়াখালী প্রেসক্লাবের সামনে সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আয়োজিত মানববন্ধন কর্মসূচী পালনকালে বক্তব্য রাখেন ঐক্য পরিষদের সভাপতি অতুল চন্দ্র দাস, সাধারণ সম্পাদক উত্তম কুমার দাস, সভাপতি মন্ডলীর সদস্য ডাঃ জগন্নাথ পাল ও তপন কর্মকার, জেলা মহিলা ঐক্য পরিষদের আহবায়ক এ্যাড. বিভা রানী, সদর থানা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আহবায়ক স্বপন চক্রবর্তী, এ্যাড. সুব্রত শীল ও নির্যাতিত পরিবারের সদস্য অমল দেবনাথ।

বক্তারা সারাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং অবিলম্বে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধে সরকারের কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন। মানববন্ধন কর্মসূচী পালনকালে সদর উপজেলার মৌকরন গ্রামে একদল চিহ্নিত সন্ত্রাসী একই এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর দখল করার জন্য রাম দেবনাথকে অপহরণ করে নিয়ে সন্ত্রাসীদের ঘরে আটকে মারধর করে সাদা স্ট্যাম্প কাগজে সই ও টিপসই নেয়ার করুণ কাহিনী তুলে ধরেন এবং সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ সুপারের হস্তক্ষেপ কামনা করেন বক্তারা।

পরিষদ বার্তা মে ২০১৯

রাষ্ট্র অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেহারা হারিয়েছে সংখ্যালঘুদের অবস্থান সংকুচিত হচ্ছে

চট্টগ্রামে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্বোধন করছেন কবি-সাংবাদিক আবুল মোমেন। পরিষদ বার্তা

চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে মিছিল পরিষদ বার্তা

ঐক্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উদ্বোধনী ভাষণে আবুল মোমেন

॥ চট্টগ্রাম প্রতিনিধি ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ২০ মে জে এম সেন হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণে একুশে পদক প্রাপ্ত কবি-সাংবাদিক আবুল মোমেন বলেছেন '৭১র মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এ ধরণের সংগঠন দাঁড় করানোর কথা ভাবা যায়নি। কিন্তু বাংলাদেশের '৭৫ পরবর্তী রাজনৈতিক বাস্তবতা এ সংগঠনের জন্ম দিয়েছে। তিনি বলেন, আজও পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন ঘটেনি। পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িকতা যেভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে বর্তমান সরকারের আমলে, তা' পাকিস্তান আমলেও হয়নি। রাষ্ট্র অসাম্প্রদায়িক চেতনা হারিয়েছে। গণতান্ত্রিক চেহারা হারিয়েছে। সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অবস্থান ক্রমশ:ই সংকুচিত হয়ে পড়ছে। তিনি বলেন, আকাশ সংস্কৃতি, মুক্ত বাজার অর্থনীতির কারণে ব্যক্তিজীবনের পরিবর্তন ঘটলেও সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেহারা ক্রমশ:ই বাড়ছে। যা বৈশ্বিক লাভালাভের সাথে জড়িত। ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এখনো সুদূর পরাহত। এমনি এক পরিস্থিতিতে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ বিগত তিন দশকেরও দীর্ঘকাল ধরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সাম্য, সমতা ও মানবিক মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে লড়াই করে চলেছে। ধর্মীয় বৈষম্য ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এ' লড়াইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে নিতে হবে।

চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব চত্বরে বিকেল ৪টায় বেলুন উড়িয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্বোধন করা হয়। এরপর এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে তা' জে এম সেন হলে এসে শেষ হয়। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে অধ্যাপক ড. অনুপম সেন অসুস্থতার কারণে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাঁর শুভেচ্ছা বক্তব্য পাঠ করে শোনানো হয়। প্রধান বক্তা ঐক্য পরিষদ কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত বলেন, যে চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সর্বক্ষেত্রে সংখ্যাগুরুর সমান সুযোগ, সম্মান ও পৃষ্ঠা ৬

কুমিরা জেলেপাড়ায় হামলাকারীদের আইনের আওতায় আনতে হবে: রানা দাশগুপ্ত

॥ চট্টগ্রাম প্রতিনিধি ॥

সীতাকুন্ড উপজেলার কুমিরা দক্ষিণ জেলেপাড়ায় বাড়ি-ঘর-মন্দিরে হামলা, ভাংচুর, লুটপাট ও নারী-পুরুষদের মারধরের সাথে জড়িত হামলাকারীদের সুষ্ঠ তদন্তের মাধ্যমে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত।

গত ২৭ মে বিকেলে কুমিরা জেলেপাড়ায় হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি-ঘর-মন্দির পরিদর্শন এবং আহতদের সাথে মতবিনিময় শেষে অনুষ্ঠিত সমাবেশে তিনি এই দাবি জানান। তিনি আরো বলেন, গত ২০ মে পুলিশের সোর্স পরিচয়ে একটি সংঘবদ্ধ চক্র পরিকল্পিতভাবে জেলেপাড়ায় অপ্রীতিকর ঘটনার সূত্রপাত করে। পুলিশের অভিযানের সুযোগে রাতে বিদ্যুৎ না থাকা অবস্থায় সন্ত্রাসীরা জেলেপাড়ায় দা-কিরিচ নিয়ে জেলেদের বাড়ি-ঘরে হামলা, ভাংচুর, লুটপাট ও নির্বিচারে মারধর করে। এতে ৫০ থেকে ৬০টি ঘর হামলার শিকার হয়, ৩০ থেকে ৩৫ জন আহত হয় এবং আতঙ্কে একজন মহিলার মৃত্যু হয়। এই ন্যাক্কারজনক হামলার সাথে জড়িত সন্ত্রাসীদের পরিচয় যেই হোক না কেন তাদেরকে গ্রেফতার করতে হবে। এছাড়াও নিরীহ জেলেদেরকে মামলা থেকে অব্যাহতি দান, আহত জেলে পরিবারকে আর্থিক ও চিকিৎসা সহায়তা এবং সরকার কর্তৃক মৎস্য শিকার বন্ধ ঘোষণার প্রেক্ষিতে প্রত্যেক জেলে পরিবারকে চাল, ডালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ত্রাণ সাহায্য প্রদানে স্থানীয় সাংসদ মোঃ দিদারুল আলমসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানান।

জেলেপরিবারের সদস্যদের জান-মাল ও ইজ্জত রক্ষায় স্থানীয় চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও স্থানীয় পৃষ্ঠা ৬

সীতাকুণ্ডে কুমিরা দক্ষিণ জেলেপাড়ায় সমবেতদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত পরিষদ বার্তা

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় **সম্পাদক :** বাসুদেব ধর e-mail : parishadbarta@gmail.com Website : www.bhbcop.org
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, দারুস সালাম আর্কেড, ১৪ পুরানা পল্টন, ৯ম তলা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২ ০১৭১৫১৫৮৩৩২